বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

সমকালীন

বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ ও বাঁধাই

কালারপ্রেস প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

অনলাইন পরিবেশক

www. islamiboi.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com

একমাত্র পরিবেশক

লেভেল আপ পাবলিশিং

১১/১, পি কে দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 360.00, US $ 15.00 only.

ISBN: 978-984-94844-0-0

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০

বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ ও বাঁধাই

কালারপ্রেস প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

অনলাইন পরিবেশক

www.islamiboi.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com

একমাত্র পরিবেশক

লেভেল আপ পাবলিশিং

১১/১, পি কে দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 360.00, US $ 15.00 only.

ISBN: 978-984-94844-0-0

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছু কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

এবার ভিন্ন কিছু হোক
উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন সময়ের পাটাতন থেকে
নোঙর করা যাক নতুন এক সময়ের বুকে
মরীচিকাময় স্বপ্নের নাগপাশ ছেড়ে
ফিরে আসা যাক জীবনের নতুন অনুচ্ছেদে
হতাশা হতোদ্যম আর হঠকারিতার বলয় ভেঙে
এবার গায়ে লাগুক মুক্তির শীতল পরশ।

এবার ঘুম ভাঙুক
চোখ মেলে দেখা হোক বাইরে অপেক্ষমাণ
নতুন দিনের পৃথিবী।
নতুন ভোরের সোনারঙা রোদে
ঝেড়ে ফেলা যাক একজীবনের সমস্ত ক্লান্তি।

একটা জীবন অবলীলায় অবহেলায় কেটে যাবে
ভুল আর ভ্রান্তির বেড়াজালে
একটা জীবন আমগ্ন ডুবে রবে
এমনটা হতে দেওয়া যায় না।
জীবনের গতিপথ ভুলে
একটা জীবন ভীষণ বেপরোয়া হয়ে
ভুল স্রোতে ভুল পথে বাঁক নেবে
এমনটা হতে দেওয়া যায় না।

এবার ভিন্ন কিছু হোক
জাগরণের এই জাগ্রত জোয়ারে
এবার নতুন করে লেখা হোক জীবনের জ্যামিতি
বেলা ফুরাবার আগে
আজ তবে ফেরা হোক নীড়ে...

প্রকাশকের কথা

অস্বীকার করার জো নেই, বর্তমানে আমাদের চারপাশে নতুন একটি জাগরণ শুরু হয়েছে—তরুণদের বিশাল একটি অংশ এখন দ্বীন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে চায়। প্রাত্যহিক জীবনে তারা হয়ে উঠতে চায় আদর্শ মুসলিম। জাগরণের এই জোয়ারকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে না পারলে তা ভিন্নদিকে, ভিন্নখাতে মোড় নেবে নিঃসন্দেহে। সময়ের সূচনাটা সুখকর হলেও এখনকার তরুণদের নিত্যদিন, এমনকি প্রতিটি মুহূর্তে মুখোমুখি হতে হয় পাহাড়সম এক জাহেলি জঞ্জালের। চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকা পদস্খলনের সকল পদধ্বনি যেন আমাদের কানের কাছে অবিরাম বেজে চলে। দ্বীন মেনে চলতে চাইলেও, আধুনিক জাহিলিয়াতের এই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য শৃঙ্খলে আজ যেন আমরা বন্দি। চারপাশে কেবল মিথ্যা আর মোহের ছড়াছড়ি। জঞ্জালে ভরা এই বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আত্ম ও আত্মার উন্নয়নের সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠে না। ফলে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ভেসে যেতে হয় স্রোতের সাথে, ধ্বংসের পথে।

আত্মোন্নয়নের যাত্রায় যে সকল বাধা-বিপত্তি আছে, তা নিয়ে যুগ যুগ ধরে কাজ করেছেন মহামনীষীগণ। শৃঙ্খল ভেঙে কীভাবে নিজেদের মুক্ত করতে পারব, তার যুগপৎ নির্দেশনা আমরা পেয়ে এসেছি কুরআন, হাদিস ও সালাফে-সালিহিনের বইগুলোতে। এসব নিয়ে যেমন পূর্বে কাজ হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, ইন শা আল্লাহ। এখনকার তরুণদের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার এই যে ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে আরিফ আজাদের *বেলা ফুরাবার আগে* বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে আমাদের বিশ্বাস। লেখক আরিফ আজাদ এখানে তার জীবন থেকে,

অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকে তুলে এনেছেন কিছু সমস্যা ও সমাধানের কথা। সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন যুগের মহামারি সমস্যাগুলোকেই আর সমাধানের সবটুকু জুড়ে রেখেছেন কুরআন, হাদিস ও সালাফে-সালিহিনদের জীবনকে।

তরুণদের দ্বীনে ফেরার পথে হারাম রিলেশানশিপ একটা বড় ধরনের বাধা। ফজরের সালাতে জাগতে না পারা, বিপদে ধৈর্য হারিয়ে অস্থির হয়ে ওঠা, জামাআতে সালাত আদায়ে অনীহা, চোখের যিনা, তথাকথিত সুখের পেছনে জীবন পার করে দেওয়া-সহ নানান সমস্যা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন এই বইতে। মোটাদাগে, এগুলোই আমাদের বিচ্যুতির কারণ। তিনি সমস্যাকে তুলে ধরে, সেগুলোর সমাধান ধরে এগিয়েছেন। বইটিতে তিনি যে কেবল সমস্যা ধরে ধরে কথা বলেছেন তা নয়, তিনি কথা বলেছেন সম্ভাবনা নিয়েও। আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অমিত সম্ভাবনাকে তিনি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সর্বাত্মকভাবে।

বইটি মোটাদাগে গদ্যের একটি বই, তবে খটমটে ধারার গদ্য নয়। বর্ণনার শুরুতে তিনি কখনো হয়তো কোনো ঘটনা টেনেছেন কিংবা কোনো গল্পের অবতারণা করতে করতে ঢুকে পড়েছেন মূল বিষয়ে। ফলে, পাঠক এই গদ্যের সাথে সাথে একটা গল্পেরও আমেজ পাবেন, আশা করি। লেখার মাঝে পাঠকদের মজিয়ে রাখার ব্যাপারে লেখক আরিফ আজাদের যে মুনশিয়ানা, তার নতুন আরেক মাত্রা আমরা দেখতে পাই এ বইতে।

লেখক বলেছেন, মোটাদাগে তরুণদের সামনে রেখে বইটি লেখা হলেও, বইটি মূলত আমাদের সকলের জন্যই। আমাদের বিস্মৃত আত্মা, ভুলের সমুদ্রে ডুবে থাকা অন্তর আর হৃদয়প্রদীপকে একটু জ্বালিয়ে দিতেই তার এই প্রচেষ্টা। আমরা, সমকালীন পরিবার, লেখকের এই মহতী চিন্তা, মহৎ উদ্যোগের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত। লেখকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং যাদের জন্য লেখক তার চিন্তাগুলোকে মলাটবন্ধ করেছেন, তাদের সকলের জন্যও শুভকামনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের ভুলগুলো মাফ করে, আমাদের ভালো কাজগুলোকে আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

প্রকাশক
সমকালীন প্রকাশন

লেখকের কথা

'সাজিদ সিরিজ' লেখার পর থেকে, প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন মানুষ আমাকে ইনবক্সে, ইমেইলে বিভিন্ন বার্তা পাঠান। সেই বার্তাগুলো ভরতি থাকে ভালোবাসা, দুআ আর আশাবাদে। আমি প্রীত হই, আপ্লুত হই, আনন্দিত হই। মানুষের ভালোবাসার যে এক অদ্ভুত শক্তি আছে, তা আমি এই কয়েক বছরে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি, আল-হামদু লিল্লাহ। জীবনের একাট্টা ইচ্ছে ছিল সাংবাদিক হওয়ার, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছেটা ছিল ভিন্ন। তিনি আমাকে সাংবাদিক বানাননি, লেখক বানিয়েছেন। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার, মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে পথ তিনি আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তার শুকরিয়া একজীবনে শেষ করা যাবে না।

তরুণরা স্বপ্ন নিয়ে আমাকে বলেন, 'ভাইয়া, আমি সাজিদ হতে চাই। কীভাবে সাজিদ হওয়া যাবে আমাকে পরামর্শ দিন।' এমন প্রশ্ন আর আবদারের কাছে আমি মাঝে মাঝে পরাস্ত হই। ভাবি, কী পরামর্শই দেবো? সাজিদ হওয়ার জন্য তাকে বলব অনেক অনেক বই পড়তে? অনেক বেশি জানতে? কিন্তু, পরক্ষণে ভাবি, সাজিদ কি সত্যি এ রকম? আমি কি সাজিদকে এভাবে চেয়েছি কখনো? আমার মানসপটে সাজিদের যে রূপরেখা, সে সাজিদ আসলে কেমন?

পরে ভাবলাম, তারা যেহেতু সাজিদ হতে চায়, সাজিদ তৈরি করার একটা প্রকল্প হাতে নিতে অসুবিধে নেই কিছু। সাজিদের বিতর্ক আর বক্তব্যের দুনিয়ার সাথে তারা পরিচিত, কিন্তু সাজিদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন, যে জীবনে সাজিদ ভীষণ অন্য রকম, সে জগতের সাথে তাদের পরিচিত করানো উচিত। সাজিদ তৈরির আমার সেই খসড়া প্রস্তাবনা, সেই স্বপ্ন ও সাহসের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে এ বইটিকে।

বইটিকে সাজিদ তৈরির প্রথম খসড়া বললেও, মূলত বইয়ের কথাগুলো আত্ম-উন্নয়নমূলক। দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে আমি যে বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছি, হতে পারে সেগুলো দৃশ্য-অদৃশ্য, নিজের সাথে নিজের, কিংবা নিজের সাথে অন্যের—সেই দিকগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কথা বলেছি অমিত সম্ভাবনার অনন্য দ্বার নিয়েও, যে দ্বার উন্মুক্ত করলেই দেখা মিলবে এক পরম ও পবিত্র জীবনের। ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা, অতি সামান্য পড়াশোনা এবং অতি অপরিপক্ব উপলব্ধি থেকে আমি যা বুঝেছি, তার একটি কাগুজে সংকলন এই বইটি। যেহেতু আমরা মানুষ এবং মানুষমাত্রেই ভুল করতে সিদ্ধহস্ত, তাই এ বইতে ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুলগুলোর সমস্ত দায়ভার আমার। আর এ বইতে যা কিছু ভালো এবং কল্যাণকর, তার প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার।

পাঠকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, এই বইটি যদি আপনার সামান্য উপকারে আসে, যদি এই বই আপনাকে সামান্য পরিমাণও ভাবনার খোরাকি দেয়, তাহলে দয়া করে বইটিকে আপনার নিকট রেখে দেবেন না। আপনার প্রিয় মানুষটি, যার মধ্যেও আপনি চান যে, এই ভাবনার উদয় হোক, তার বরাবর বইটি হস্তান্তর করে দেবেন। আর অবশ্যই, আপনার সালাতে, মুনাজাতে এই অধম বান্দাকে স্মরণ রাখবেন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আরিফ আজাদ
contact.arifazad@gmail.com

বইটিকে সাজিদ তৈরির প্রথম খসড়া বললেও, মূলত বইয়ের কথাগুলো আত্ম-উন্নয়নমূলক। দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে আমি যে বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছি, হতে পারে সেগুলো দৃশ্য-অদৃশ্য, নিজের সাথে নিজের, কিংবা নিজের সাথে অন্যের—সেই দিকগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কথা বলেছি অমিত সম্ভাবনার অনন্য দ্বার নিয়েও, যে দ্বার উন্মুক্ত করলেই দেখা মিলবে এক পরম ও পবিত্র জীবনের। ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা, অতি সামান্য পড়াশোনা এবং অতি অপরিপক্ব উপলব্ধি থেকে আমি যা বুঝেছি, তার একটি কাগুজে সংকলন এই বইটি। যেহেতু আমরা মানুষ এবং মানুষমাত্রেই ভুল করতে সিদ্ধহস্ত, তাই এ বইতে ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুলগুলোর সমস্ত দায়ভার আমার। আর এ বইতে যা কিছু ভালো এবং কল্যাণকর, তার প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার।

পাঠকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, এই বইটি যদি আপনার সামান্য উপকারে আসে, যদি এই বই আপনাকে সামান্য পরিমাণও ভাবনার খোরাকি দেয়, তাহলে দয়া করে বইটিকে আপনার নিকট রেখে দেবেন না। আপনার প্রিয় মানুষটি, যার মধ্যেও আপনি চান যে, এই ভাবনার উদয় হোক, তার বরাবর বইটি হস্তান্তর করে দেবেন। আর অবশ্যই, আপনার সালাতে, মুনাজাতে এই অধম বান্দাকে স্মরণ রাখবেন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আরিফ আজাদ
contact.arifazad@gmail.com

সূচিপত্র

শুরুর আগে	১৩
মন খারাপের দিনে	১৯
আমার এত দুঃখ কেন?	৩০
বলো, সুখ কোথা পাই	৪১
জীবনের ইঁদুর-দৌড় কাহিনি	৫০
চোখের রোগ	৫৮
আমরা তো স্রেফ বন্ধু কেবল	৬৪
চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়	৭৯
বেলা ফুরাবার আগে	৮৫
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	৯৬
বসন্ত এসে গেছে	১০৮
সালাতে আমার মন বসে না	১১৫
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব...	১২৬
যুদ্ধ মানে শত্রু-শত্রু খেলা	১৩১
মেঘের ওপার বাড়ি	১৪১

সূচিপত্র

শুরুর আগে	১৩
মন খারাপের দিনে	১৯
আমার এত দুঃখ কেন?	৩০
বলো, সুখ কোথা পাই	৪১
জীবনের ইঁদুর-দৌড় কাহিনি	৫০
চোখের রোগ	৫৮
আমরা তো স্রেফ বন্ধু কেবল	৬৪
চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়	৭৯
বেলা ফুরাবার আগে	৮৫
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	৯৬
বসন্ত এসে গেছে	১০৮
সালাতে আমার মন বসে না	১১৫
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব...	১২৬
যুদ্ধ মানে শত্রু-শত্রু খেলা	১৩১
মেঘের ওপার বাড়ি	১৪১

আমি হব সকাল বেলার পাখি	১৫০
তুলি দুই হাত করি মোনাজাত	১৬৩
চলো বদলাই	১৭৪

আমি হব সকাল বেলার পাখি ১৫০
তুলি দুই হাত করি মোনাজাত ১৬৩
চলো বদলাই ১৭৪

শুরুর আগে

প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সাহাবিদের চোখের মণি। তাকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করা সাহাবিদের জন্য ছিল রীতিমতো বিচ্ছেদের ব্যাপার। নবিজির উপস্থিতি তাদের হৃদয়কে প্রফুল্ল করে তুলত। তাদের ধ্যানধারণা, তাদের যাপিত জীবনের সকল অনুষঙ্গ আবর্তিত হতো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরেই। ধু-ধু মরুভূমিতে পথহারা পথিকের বুক যেমন এক ফোঁটা পানির জন্য ছটফট করতে থাকে, সাহাবিদের কাছে নবিজির সঙ্গ ছিল ঠিক সে রকম। দুর্লভ, অমৃত সমান পানির মতন। নবিজিকে তারা চোখে হারাতেন। তিনি ছিলেন তাদের কাছে প্রাণের অধিক প্রিয়। যে মানুষটিকে এক পলক না দেখলে সাহাবিরা অস্থির হয়ে উঠতেন, ব্যাকুল হয়ে পড়তেন, যার মুহূর্তকাল অনুপস্থিতি সকলকে দিশেহারা করে তুলত, একদিন সেই মানুষটিই যখন দুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে বিদেয় নিলেন, দুনিয়ার জীবন ছেড়ে পাড়ি জমালেন অনন্ত অসীম জীবনের পথে, সাহাবিদের মনের অবস্থা তখন কেমন হয়েছিল? 'প্রিয়তম মানুষটার সাথে দুনিয়ায় আর দেখা হবে না, একসাথে বসে গল্প করা হবে না, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে 'ইয়া রাসুলুল্লাহ' বলে সম্বোধন করা যাবে না, তার ডাকে 'লাব্বাইক' বলে হাজির হওয়া হবে না'—এমন দৃশ্যগুলো কল্পনা করা কি সাহাবিদের জন্য খুব সহজ ছিল? ছিল না। নবিজিকে হারিয়ে সাহাবিদের হৃদয়ে যে বিচ্ছেদের ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ের খানিকটা আমরা বুঝতে পারি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক সেই ঘটনা থেকে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দিন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। 'নবিজির মৃত্যু হতে পারে'—এই ব্যাপারটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত একজন রাসুল, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাছাই করেছেন গোটা মানবজাতির জন্যে, যার ওপর নাযিল হয়েছে আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার সাথে সাত আসমানের ওপরে সাক্ষাৎ করেছেন, তার কীভাবে মৃত্যু হতে পারে? উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন অধিক শোকে পাথর। 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন মানুষ। মানুষ হিশেবে তার মৃত্যু হওয়াটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্ট কোনো বস্তুকেই অমরত্ব দান করেননি'—এই ধ্রুব সত্য থেকে তার মন তখন খানিক সময়ের জন্য বিস্মৃত হলো। নবিজির প্রয়াণ দিবসে এই কথাগুলো বোঝার মতন অবস্থা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছিল না। শোকে মুহ্যমান অবস্থায় তিনি গর্জে উঠেন। বললেন, 'যে বলবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে, তাকেই আমি হত্যা করব।'[১]

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল থেকে চাদরটা সরিয়ে, তার শুভ্রোজ্জ্বল চেহারায় দুটো চুমু খেলেন। এরপর উপস্থিত জনতার ঢলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন।'[২] আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এমন সাদাসিধে সরল বক্তব্যে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনের যাতনা যেন আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। নবিজির প্রয়াণে যে শোকের সাগর জন্ম নিয়েছে হৃদয়ে, সেই সাগর যেন আরও অশান্ত, আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'না। কখনোই না। মুনাফিকরা চিরতরে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হতে পারে না।'[৩]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এমন বিস্মৃত হতে দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত করত, তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহ

---

[১] *তারিখুল ইসলাম*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩১৭; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ১৪২; *মুসনাদে আহমাদ*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ২১৯

[২] *আর রাহিকুল মাখতূম*, পৃষ্ঠা : ৫৩৫; বাংলা

[৩] *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১১৪

সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করে, তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, চিরন্তন।'[১] এরপর তিনি সুরা আলে ইমরানের সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসুল বিগত হয়েছেন। যদি মুহাম্মাদ মারা যান কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করবে? (জেনে রাখো) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান প্রদান করবেন।[২]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখে এই আয়াত শুনে মুহূর্তেই স্তম্ভিত হয়ে যান উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন, 'মনে হলো এই আয়াত আমি আজই প্রথম শুনলাম!'[৩]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতন একজন বিশিষ্ট সাহাবিও অল্প কিছু সময়ের জন্য বিস্মৃত হয়েছিলেন সেদিন। শোকের আতিশয্যে তিনি ভুলতে বসেছিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মৃত্যুবরণ করতে পারেন। একজন নবি, প্রেরিত রাসুল; আসমানি কিতাবের ধারক-বাহক। জগতে পদচিহ্ন রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এমন মানুষেরও মৃত্যু হতে পারে?—ভাবনার এমন দোটানায়, বিস্মৃতির এমন ঘোরে নিমজ্জিত ছিলেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখ থেকে কুরআনের একটি আয়াত শুনেই সেদিন তার এই ঘোর ভাঙল। বুঝতে পারলেন, অতি শোকে এক মহাসত্য, এক মহাবাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তিনি। এমন নয় যে, এই আয়াত এর আগে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু শোনেননি। ইতঃপূর্বে অনেক অনেক বার তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। অনেক মানুষকে তিনি এই আয়াত পড়ে শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন। তারপরও তিনি বললেন, 'মনে হলো এই আয়াত আমি আজই প্রথম শুনলাম!' এই যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি

[১] *আর রাহিকুল মাখতূম*, ৫৩৫-৫৩৬; বাংলা

[২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪

[৩] *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৪৪২; *তারিখু ইবনি আসির*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২১৯; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৬৫৬

ছোট্ট রিমাইন্ডার, একটি ছোট্ট নাসিহা, এতেই উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিস্মৃত অন্তর জেগে উঠেছিল সেদিন। যে মহাসত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন তিনি, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটা ছোট্ট কথা সেদিন তাকে টেনে নিয়ে এলো পরম বাস্তবতায়। তার অন্তর উপলব্ধি করল সত্যটাকে। উপস্থিত সকল সাহাবিও বুঝলেন যে, নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও মৃত্যু হতে পারে। যদি সেদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ভুল না ভাঙাতেন, তাহলে মুসলিম শিবিরে শিরকের মতো একটা পাপ হয়তো শেকড় গেড়ে বসত।[১]

এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো এই—একটি নাসিহা, একটি রিমাইন্ডার, একটি উপদেশ মাঝে মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের জীবনে। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাওয়া আমাদের হৃদয়গুলোকে জাগিয়ে তুলতে এ রকম নাসিহার খুব বেশি দরকার মনে করি। একটি আয়াত কিংবা হাদিস অথবা একটি বাক্যও বদলে দিতে পারে আমাদের জীবন। হৃদয়ে মেলে দিতে পারে ভাবনার ডালপালা। বিস্মৃত অন্তরকে নতুন করে জাগাতে, মরচে ধরা ঈমানকে ঝালাই করতে, অবাধ্যতার অন্ধকার থেকে আমাদের তুলে আনতে অনেক সময় একটি লাইনও যথেষ্ট হতে পারে।

জীবনের উদ্যম ফিরে পেতে, মহান রবের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য এ রকম রিমাইন্ডারের বিকল্প নেই। সেই রিমাইন্ডারের উৎস হতে পারে কোনো সত্যিকার আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির সাহচর্য, হতে পারে ভালো কোনো আলিমের লেকচার, ভিডিও, কোনো ভালো স্কলারের লেখা আর্টিকেল কিংবা ভালো কোনো দ্বীনি পরামর্শমূলক বই। এই উৎসগুলো আমাদের ঈমানকে ঝালাই করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসবের সাথে জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে পারলে পথ হারাবার আশঙ্কা ক্ষীণ হয়ে আসে। একজন সাহাবির ঘটনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মনে করছি। যতক্ষণ তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থাকতেন, ততক্ষণ তার মনে হতো যেন তিনি জান্নাতের বাগিচায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। মনে হতো জান্নাতের সৌন্দর্য, জান্নাতিদের বিচরণ, কলকল নহরের ধ্বনি—সবকিছুই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নবিজির কাছাকাছি থাকলে তার অন্তর সারাক্ষণ আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে। হৃদয় টইটম্বুর থাকে ঈমানে। কিন্তু যখনই তিনি নবিজির সাহচর্য ছেড়ে নিজের ঘরে যেতেন, তখনই যেন সবকিছু থেকে ছিটকে পড়তেন। স্ত্রী-সন্তান-সংসারের

[১] এই ধারনাটা IOU ব্লগের একটি আর্টিকেলে পাওয়া।

ভাবনায় ডুবে যেতেন। এই ব্যাপারটা তাকে খুব পীড়া দিত। ভাবতেন, নবিজির সাহচর্য ছেড়ে আসলেই বুঝি তিনি মুনাফিক হয়ে যান। না হয় তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ামাত্র কেনই-বা তার মনে হয় যে, তিনি দুনিয়ার ভাবনায় ডুবে গেছেন? স্ত্রী-সন্তান-সংসার কেনই-বা তার কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে ওঠে? কেন তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েন দুনিয়ার শেকলে? এই চিন্তাগুলো যখন তার হৃদয়পটে উদয় হতো, তখন তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করতেন। এত বেশি কাঁদতেন যে, মনে হতো তার খুব প্রিয় কোনো মানুষ বুঝি মৃত্যুবরণ করেছে। যেন কোনো এক নিদারুণ বিচ্ছেদব্যথায় তিনি কাতর। একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। ওই সাহাবি বললেন, 'আমি যখন নবিজির সাহচর্যে থাকি, তখন মনে হয় আমি যেন জান্নাতে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমার হৃদয় তখন হিদায়াত, নুর আর ঈমানের জোয়ারে টইটম্বুর থাকে। কিন্তু যখনই ঘরে ফিরি, মনে হয় যেন দ্বীন থেকে ছিটকে পড়েছি; দুনিয়াকে আপন করে নিয়েছি; মুনাফিক হয়ে গেছি। নবিজির সাথে থাকলে এক রকম লাগে, তাকে ছেড়ে এলে অন্য রকম। আমি জানি না, কেন আমার এমন হয়! কেন আমি দুই সময়ে দু-রকম অনুভূতি পাই!'

তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার মতো আমার সাথেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। নবিজির পাশে যখন থাকি, মনে হয়, এই তো দেখতে পাচ্ছি জান্নাত! এই তো সবুজ মিনার! ওই যে টলটলে স্বচ্ছ পানির ঝরনা! সবুজ গালিচার মতন দিগন্তবিস্তৃত মাঠ! কিন্তু যখনই নবিজির সাহচর্যের বাইরে আসি, যখন নিজের পরিবার-পরিজনদের আসরে উপস্থিত হই, মনে হয় এই বুঝি ছিটকে পড়লাম জান্নাতের পথ থেকে। এই বুঝি বিপথে চলে গেলাম। বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। তোমার মতো ঠিক একই সমস্যায় আমিও নিপতিত। চলো, আমরা বরং নবিজির কাছে গিয়ে আমাদের সমস্যার কথা জানাই।[১]

সাহাবিরা নবিজির পাশাপাশি যখন থাকতেন, তখন একটা জাগরণের মধ্যে সময় কাটত তাদের। ঈমানের আলোচনা, আমলের আলোচনা। জান্নাতের বাহারি বর্ণনা, জাহান্নামের ভয়, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ইত্যাদি আলোচনায় মজে থাকতেন তারা। নবিজির সঙ্গ ত্যাগ করামাত্রই তাদের মনে হতো, এই বুঝি তারা দ্বীন থেকে ছিটকে পড়লেন। এই বুঝি আবার ডুব দিলেন দুনিয়ায়। নবিজির সঙ্গে থাকলে তারা এক রকম থাকতেন, নবিজির সঙ্গ ত্যাগ করলেই অনুভব করতেন অন্য

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ২৫১৪, হাদিসটি সহিহ

রকম অনুভূতি। নাসিহা তথা রিমাইন্ডারের গুরুত্বটা এখানেই। যখন আমরা কো ভালো ইসলামি বই পড়ি, আমলের বই পড়ি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটা দো কাজ করে। ইচ্ছে করে আমল করার, বদলে যাওয়ার। নতুন করে সবকিছু সাজি নেওয়ার। কিন্তু, যখনই আমরা আবার দুনিয়ার অনুষঙ্গে মিশে যাই, আমাদে সেই উদ্যম ফুরিয়ে যায়। যখনই এ রকম অবস্থা হবে, তখনই আমাদের উচিত- ঈমানের আলোচনা হয় কিংবা ঈমানের আলোচনা আছে এমন বিষয়বস্তুতে ফি আসা যা আমাদের জন্য রিমাইন্ডার হিশেবে কাজ করবে। এই বইটিকে আমি রকম একটি রিমাইন্ডার হিশেবে দাঁড় করাতে চেয়েছি। অন্তত আমার জন্য।

এই বইতে আমি তরুণদের সমস্যাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছি সবচেয়ে বেশি। মোটাদা বলা চলে, এটা তরুণদের উদ্দেশ্যেই লেখা। একজন তরুণ হিশেবে আমি যে সমস্যাগুলো মুখোমুখি হই কিংবা হয়েছি, সেগুলো নিয়েই আমি আগাতে চেয়েছি এখানে। নিজে একজন তরুণ হওয়াতে তরুণদের মনস্তত্ত্ব বোঝাটা আমার জন্য দুরূহ ছিল না অবশ্যই নিজের যাপিত জীবনের অধ্যায়ে একজন তরুণ যে সমস্যাগুলোর ভেতর দিয়ে যায় জীবনের অলিতে-গলিতে সে যে প্রতিবন্ধকতা, যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু নাসিহা তুলে ধরেছি মাত্র। এই নাসিহাগুলো সবার আগে আমার নিজের জন্য। আমি এও জানি, আমার মতন হাজারো যুবককে এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যদি এই বই তাদের সামান্য উপকারে আসে, যদি কোনো তৃষ্ণার্ত হৃদয় খুঁজে পায় একপশলা বৃষ্টি, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের কোনে এক পথিক যদি খুঁজে পায় এক টুকরো আলো, তবে আমার এই কাজ সার্থক।

তরুণদের নিয়ে কাজ করার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। এই তরুণরাই তো আমাদের উম্মাহর শক্তি। পিচ্ছিল পথ মাড়িয়ে আমাদের তরুণরা যত বেশি জীবনের সঠিক গন্তব্যের দিকে ফিরে আসবে, এই উম্মাহর বিজয় তত বেশি ত্বরান্বিত হবে। জীবনের আদি এবং আসল উদ্দেশ্যকে তারা যখন চিনতে শিখবে, তখন তাদের ভেতর থেকেই উঠে আসবে নতুন যুগের হামযা, খালিদ, আলি এবং উমারের দল। তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে এবং স্বপ্ন দেখাতেই আমার এই ছোট্ট প্রয়াস, যে প্রয়াসের সবটুকুজুড়ে আছে তারুণ্য। নিজেকে নতুনভাবে চিনতে, নতুন আঙ্গিকে আবিষ্কার করতে এবার চলুন আমরা ভেতরে প্রবেশ করি...

মন খারাপের দিনে

খুব মন খারাপ? হৃদয়ের অন্দরমহলে ভাঙনের জোয়ার? চারপাশের পৃথিবীটাকে বিস্বাদ আর বিরক্তিকর লাগছে? মনে হচ্ছে, আপন মানুষগুলো দূরে সরে যাচ্ছে? হারিয়ে যাচ্ছে প্রিয়জন, প্রিয়মানুষ? কিংবা অযাচিত, অন্যায্য সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত অন্তর? নিন্দুকের নিন্দায় হৃদয়ের গভীরে গভীর দুঃখবোধের প্লাবন? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি অন্য একটা জগত থেকে।

বলছিলাম সেই সময়কার কথা যখন পৃথিবীতে রাজত্ব করছিল সবচাইতে নিকৃষ্ট, নির্দয়, নরপিশাচ শাসক ফিরাউন। সম্ভবত, পৃথিবী আর কখনোই তার মতন দ্বিতীয় কোনো জালিম শাসককে অবলোকন করবে না। তার অত্যাচার আর নির্যাতনের মাত্রা ছিল অতি ভয়ংকর। হবেই-বা না কেন? নিজেকে সে 'খোদা' দাবি করত। খোদার শান, মান আর মর্যাদার আসনে কল্পনা করে সে নিজেকে জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ধরে নিত। তার এই মিথ্যে দাবির সাথে যারাই দ্বিমত করত, তাদের কপালে জুটত—মৃত্যু! সেই মৃত্যুগুলো কোনো সাধারণ মৃত্যু ছিল না। কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মারত, কাউকে পানিতে চুবিয়ে মারত। যেন মৃত্যুর বাহারি আয়োজনে ভরপুর থাকত তার সংসদ।

ফিরাউন ধরে ধরে বনি ইসরাইলের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত। ফিরাউন জানত, তাকে বধ করার জন্য এই বনি ইসরাইলের মধ্যেই সত্য ইলাহের একজন সত্য নবি প্রেরিত হবে। সে ভাবত, বনি ইসরাইলের ঘরে জন্ম নেওয়া সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করতে পারলেই তার পথের কাঁটা সাফ করে ফেলা যাবে।

এই নিষ্ঠুর, নির্দয় জালিমের হাত থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠল শিশু মুসার মায়ের অন্তর। চোখের সামনে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের নির্মম মৃত্যুদৃশ্য অবলোকন করা দুনিয়ার কোনো বাবা-মায়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। কীভাবে বাঁচাবেন পুত্রকে তিনি? কীভাবে তাকে আড়াল করবেন জালিম বাহিনীর নাগপাশ থেকে? অস্থির চঞ্চলা হয়ে পড়লেন তিনি। মুসার মায়ের হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা আল্লাহর কাছে গোপন থাকল না। তিনি শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে একটা বাক্সে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য মুসার মাকে নির্দেশ দিলেন। ব্যাপারটা কুরআনে এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

আর আমি মুসার মায়ের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে।[১]

চিন্তা করুন। একদিকে ফিরাউন বাহিনীর হাত থেকে সন্তানকে প্রাণে বাঁচাতে মায়ের অন্তর মরিয়া। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, শিশুটাকে যেন বাক্সবন্দি করে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে, এ যেন মৃত্যুর আগেই মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। ডাঙার বাঘের ভয়ে জলের কুমিরের সামনে সন্তানকে ঠেলে দেওয়ার মতন ব্যাপার। আমার এবং আপনার মনে যে ভাবনার উদয় হচ্ছে তা কি মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনেও উদয় হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে। তবে, তার মনের সেই ভীতি, সেই ভয়, সেই সন্দেহ তখনই দূর হয়ে গেল, যখন তিনি আল্লাহর কাছ থেকে আশার বাণী শুনতে পেলেন। সুমহান আল্লাহ বললেন—

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

আর একদম ভয় করবে না এবং চিন্তাও করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমার সন্তানকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত করব।[২]

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ০৭

[২] সুরা কাসাস, আয়াত : ০৭